১৮।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ··· 09 DEC 1997 ···
পৃষ্ঠা ··· [illegible] ··· কলাম ··· [illegible]

কাগজে-কলমে, বাস্তবে নয়

কথায় বলে কাজীর গরু খাতায় আছে, গোয়ালে নেই। সরকার পরিচালিত সাক্ষরতা আন্দোলনের হালহকিকত দেখে প্রবাদের এই কথাটিই মনে পড়লো। সহযোগী এক দৈনিক রিপোর্ট দিয়েছে যে, রাজশাহীর বিভাগের সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কার্যক্রম কাগুজে আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। রাজশাহী বিভাগের জেলা প্রশাসকদের পাঠানো প্রতিবেদনে পরীক্ষার্থীর উপস্থিতি সংখ্যা শতকরা ৯০ ভাগ দেখানো হলেও প্রকৃতপক্ষে তা রয়েছে ৪০ ভাগ। সংশ্লিষ্ট বিভাগের সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান কার্যক্রমের উপর পরিচালিত জরিপে এ তথ্য পাওয়া যায়।

এ ধরনের অনিয়ম কেবল রাজশাহীতে নয়, খোঁজ-খবর নিলে সকল বিভাগের সাক্ষরতা অভিযানে এ রকম গলদ পাওয়া যাবে। সরকার ২০০৫ সালের মধ্যে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাধারণ শিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি গণশিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সাক্ষরতা অভিযান প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসব কর্মসূচির উদ্দেশ্য মহৎ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বাস্তবে আদৌ কোন সুফল বয়ে আনছে কিনা সে প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। স্বাধীনতার পর প্রতিটি সরকারই শিক্ষার প্রসার তথা সাক্ষরতার হার বাড়ানোর কথা বলে আসছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচিও নেয়া হয়েছে। জিয়াউর রহমানের আমলে পর্যায়ক্রমে সকল থানাকে নিরক্ষরতামুক্ত করার একটি কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছিল। সে সময়ে দেখা গেল এক জেলার ৫টি থানা নিরক্ষরতামুক্ত ঘোষণা করলে আরেক জেলার ১০টি থানাকে নিরক্ষরতামুক্ত বলে ঘোষণা করা হতো। এ নিয়ে প্রচার প্রপাগান্ডা সভা সমাবেশ সরকারি অর্থ ব্যয় কম হয়নি। কিন্তু শিক্ষার প্রসার বাড়েনি, মানুষকে শিক্ষাদানের বদলে কাগজে-কলমে নিরক্ষরতামুক্ত করে বাহবা নেয়ার চেষ্টা হতো। শেষমেষ দেখা গেলো সবই বাহানা মাত্র।

অতীতেরই কথাই বা বলি কেন? বর্তমানেও যে আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে এত তোড়জোড়। এনজিওদের এত তৎপরতা উদ্যোগ আয়োজন। কিন্তু শিক্ষার হারটা বাড়ছে না কেন? সরকারি-বেসরকারি যেকোন প্রতিষ্ঠানের কাগজ-কলমের হিসেব দেখলে মনে হবে শিক্ষার ক্ষেত্রে তারাই সর্বাধিক সাফল্য এনেছে। কিন্তু বাস্তবে শিক্ষার হারটা এখন চল্লিশের কোটায় পৌছুতে পারেনি। এখনও ৬ থেকে ১৫ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের বিরাট অংশ বিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হতে পারছে না। যারাও বা স্কুলে ভর্তি হচ্ছে তাদের অনেকে পঞ্চম শ্রেণীর আগেই ড্রপ দিতে বাধ্য হয়। শোনা যায়, কি সরকারি, কি বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানের ব্যয়ের চেয়ে কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা ও দালানকোঠা নির্মাণের ব্যয়ই অধিক। ফলে 'জ্ঞান' দানের বিষয়টি কাগজ-কলমে যত হয় বাস্তবে তত হয় না। সবটাই রাজশাহী বিভাগের সাক্ষরতা কার্যক্রমের মতো।

এ অবস্থা চলতে থাকলে আগামী ১০ বছর কেন ১০০ বছরেও বাংলাদেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করা যাবে না। আর দরিদ্র্য ও নিরক্ষর মানুষের জ্ঞান বিতরণের নামে সরকারি-বেসরকারি অর্থের অপচয়ই সার হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিরা কি আদৌ সচেতন হবেন এবং কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেবেন?